MAR. 0 1 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

রিজভী আহমেদ

রাবিতে ছাত্র-জনতা সংঘর্ষ আর কত দি

বেশ কিছু দিনের বিরতি দিয়ে রাজশাহীতে আবারও ঘটল ছাত্র আর গ্রামবাসীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবারের এই সংঘর্ষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশন বাজার ও মেহেরচণ্ডী গ্রাম মূলত এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষিত হয়েছে। বিপর্যস্ত শিক্ষার্থীগণ আর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এখন পরস্পর প্রতিপক্ষ হয়ে বেশ কিছু দিন মানসিক ব্যবধানে দিন কাটাবে।

যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানতাপস ড. শহীদুল্লাহ, ঐতিহাসিক ড. এআর মল্লিক, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি এম হাবিবুর রহমান, ড. আইএইচ জুবেরী, ড. এম এনামুল হক, ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী, ড. আবু হেনা মোস্তাফা কামালের মতো বিদগ্ধ জন শিক্ষকতা করেছেন; যেখানে ড. জোহার আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে মনুমেন্ট হয়ে আছে; যেখানে প্রখ্যাত কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক ও ড. এবনে গোলাম সামাদের মতো অসাধারণ পণ্ডিতজন কিছু দিন আগে পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন, যে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞার মতো কৃতী ছাত্র সৃষ্টি করেছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বার বার গ্রামবাসীর মুখোমুখি সংঘাতে লিপ্ত হওয়া নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করে না। তবে কোন কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনায় সরলপ্রাণ এলাকাবাসী আর কোমলমতি ছাত্রদের মধ্যে এক অদৃশ্য সাংস্কৃতিক ঈর্ষা জাগিয়ে সংঘর্ষে ঠেলে দেয়া হয় তা একবার খতিয়ে দেখা দরকার।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বেশ কয়েকবার ছাত্র-জনতা সংঘর্ষ হয়, যা আমি ভেতর থেকে বিষয়টি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। বিশেষভাবে আমার মনে পড়ে, ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনের একজন কর্মচারীর সঙ্গে জনৈক ছাত্রের মামুলি বচসার ফলে পরবর্তী সময়ে ছাত্র-জনতার মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষের রূপ লাভ করে। পরিবহন কর্মচারীদের অধিকাংশই স্থানীয় এলাকার অধিবাসী। ফলে জড়িত করা হয় পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোকে, সংঘর্ষে ক্যাম্পাস সংলগ্ন দেবীসিং পাড়ার প্রভাবশালী ব্যক্তি হেদায়েত নিহত হয়, আহত হয় শত শত ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের দায়ী ঘটনায় আমার মনে হয়েছে যে, কায়েমী স্বার্থবাদিরা সংঘর্ষের উৎস যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি তাকে বিকৃতি দ্বারা প্রসারিত করে নানা ধরনের অবাঞ্ছিত অনুষঙ্গের যোগ ঘটিয়ে পরিস্থিতি ঘোলা করে নিজের স্বার্থের মাছটি ধরার চেষ্টা করে।

মহানগর কেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে শহরতলী ও গ্রামবেষ্টিত শিক্ষাঙ্গনগুলোতে এলাকাবাসী ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের পৌনঃপুনিকতা অনেক বেশি। আশির দশকে বাবুপাড়া বস্তি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সংঘর্ষের আগে থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তেমন কোন বড় সংঘাতের কথা আমরা জানি না। সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বস্তির মানুষের চেয়ে যে সামাজিক উচ্চতায় অবস্থান করে সেখানে শহরতলী ও গ্রামবাসীর অবস্থান খুব একটা নিম্নে না হলেও গ্রামবাসীর অধিকাংশই নিজেদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা বা অর্ধশিক্ষার কারণে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি শিক্ষক-ছাত্র কমিউনিটির শিক্ষা, রুচি, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা ও মানসিক প্যাটার্নের প্রতি এক ধরনের সাংস্কৃতিক দূরত্ব বোধ করে। ফলে যে কোন উসকানিতে অদৃশ্য সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি হয়ে ছাত্র-জনতার সংহতিকে তিক্ত করে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। অবশ্য পৃথিবীর অনেক শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই উপাদানের উপস্থিতি, একই ধরনের বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। লন্ডন শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে হাজার বছর আগে অক্সফোর্ড নামক এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যদিও ফাউন্ডেশনের সঠিক তারিখটি এখনও অজানা। তবে ধারণা করা হয় যে, ১০৯৬ সালে শিক্ষাদান শুরু হলেও ১১৬৭ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত তার কর্মপরিসর বাড়াতে থাকে। কারিকুলাম, গবেষণা, ডকট্রিন ও প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিশ্বের শিক্ষানুরাগীদের কাছে অক্সফোর্ড আজও ঈর্ষণীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেখানেও ত্রয়োদশ শতকে ছাত্র ও এলাকাবাসীর মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা বাধে, যা অক্সফোর্ডের ইতিহাসে 'Town ও Gown রায়ট' নামে পরিচিত।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এলাকাবাসী তাদের অর্থবিত্ত দান করতে কখনও কুণ্ঠিত হয়নি। মতিহার নামক এলাকাটিতে আজ থেকে ৪৮ বছর আগে রাজশাহীবাসীর দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়া পত্তন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের সীমানায় তার আশপাশের এলাকাবাসীর প্রচুর জমি সরকার নামমাত্র মূল্যে অধিগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় এলাকাবাসী হৃষ্টচিত্তে মেনে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে ওই এলাকাগুলো অধিকাংশই পরিপূর্ণ গ্রাম হিসাবে বিরাজিত ছিল। যদিও এলাকাগুলো বর্তমানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত তবুও এখন শহরতলীর চেয়ে উন্নততর কিছু বলা যাবে না, যদিও অর্ধশতাব্দীর কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকাগুলোতে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কিছু আবাস ও কিছু ছাত্রাবাস গড়ে উঠলেও, গ্রামগুলোর অবকাঠামোতে শহুরে পরিবর্তনের ধীরগতির পাশাপাশি নিম্নবিত্তের মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গড় হার এখনও নিম্ন পর্যায়ে।

তাই বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রামগুলোর এই দৈন্যের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলো সেখানে তাদের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে পারে। ফলে ক্যাম্পাসের যে কোন পরিস্থিতিতে দলীয় প্রভাব বলয় অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে ঝটিকা আক্রমণের পশ্চাদভূমি হিসাবে সংলগ্ন গ্রামগুলোকে কাজে লাগানো হয়। পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতির অপভ্রংশ পেশীবহুল পুঙ্গবরা গ্রামগুলোতে তাদের অবৈধ অস্ত্রের সেল্টার খোঁজে এবং কিছু টাউট বাটপারের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। ফলে গ্রামের শান্ত সমাহিত রূপটিতে ফুটে উঠতে থাকে রাজনীতির দুষ্টক্ষত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর ও বাইরের এই অশুভ শক্তি আঁতাতে কখনও কখনও স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে কৌশলে ছাত্র ও গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য করা হয়।

এখন থেকে কি আমাদের কোন পরিত্রাণ নাই? বছরের পর বছর কি পুনরাবৃত্তি ঘটবে একই সংঘাতের? মাসের পর মাস কি ক্যাম্পাস বন্ধ থাকবে? ধ্বংস হবে শিক্ষাজীবন, ধ্বংস স্তূপ হবে সংলগ্ন এলাকা? আমরা কি আটশত বছর আগের অক্সফোর্ড দাঙ্গার মতো মধ্যযুগেই বাস করব? আমাদের কর্তৃপক্ষ, রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ কারও কি কোন দায়িত্ব নাই? আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয় তার মহিমামণ্ডিত স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই বৃহত্তর দায়িত্ব পালন করতে পারে, কারণ আমাদের এই বৃহত্তর সমাজের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কোন ভ্যাটিকান সিটি নয়।

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর মানসিক তমসা দূর হয়ে শিক্ষার আলো

বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গ্রামগুলোর দৈন্যের জন্য ছাত্র সংগঠনগুলো সেখানে তাদের শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে পারে। ফলে ক্যাম্পাসের যে কোন পরিস্থিতিতে দলীয় প্রভাব বলয় অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে ঝটিকা আক্রমণের পশ্চাদভূমি হিসাবে সংলগ্ন গ্রামগুলোকে কাজে লাগানো হয়। পাশাপাশি ছাত্র রাজনীতির অপভ্রংশ পেশীবহুল পুঙ্গবরা গ্রামগুলোতে তাদের অবৈধ অস্ত্রের সেল্টার খোঁজে এবং কিছু টাউট বাটপারের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলে। ফলে গ্রামের শান্ত সমাহিত রূপটিতে ফুটে উঠতে থাকে রাজনীতির দুষ্টক্ষত।